বর্ষ ১
সংখ্যা ৪
অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

# ঘাসফুল বার্তা

## শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলন ২০০২-এ

# অধিকার বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরলেন লিলি ও মিলন

তিন দিনব্যাপী অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী দিবসের দু'টো অধিবেশনে ঘাসফুল রিফ্লেক্ট সার্কেলের দু'জন অংশগ্রহণকারীর বক্তব্য নগর বস্তি জীবনের নানা দুর্দশা ও অধিকার বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছে। প্রসঙ্গত, চট্টগ্রাম শহরে ও বিভাগীয় পর্যায়ের বেশ কিছু সংস্থার সহযোগিতায় গত ২০-২২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলনের অন্যতম সহযোগী ছিল ঘাসফুল।

উদ্বোধনী দিনের মূল বিবেচ্য বিষয় ' নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ'- কে ভিত্তি করে ' নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নাগরিক সমাজের ভূমিকা ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পদ্মফুল উন্নয়ন কেন্দ্রের অংশগ্রহণকারী লিলি বেগম। নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট জন এবং অভ্যাগত সুধী জনের সামনে লিলি বেগম বলেন, ' বিভিন্ন সংগঠনের সচেতনতা সৃষ্টির কারণে বস্তি এলাকায় নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ তৈরী হচ্ছে। তবে, এ নির্যাতন বন্ধের জন্য আপনাদেরকে

*বক্তব্য রাখছেন লিলি বেগম ও মিলন বেগম*

আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে'। তিনি নারী নির্যাতনের দু'টো বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন এবং তা বন্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মিলনের সমাপনী দিন ছিল 'নাগরিক অধিকার দিবস'। এ দিন অপরাহ্নে 'মহানগরীর পানি সমস্যা সমাধানে চট্টগ্রাম ওয়াসা' শীর্ষক সেমিনারে তৃণমূল প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল রিফ্লেক্ট সার্কেলের অংশগ্রহণকারী মিলন বেগম। কানায় কানায় দর্শক ভর্তি শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় মিলন বেগম বলেন, 'আমাদের রাজা মিয়া কলোনীতে তীব্র পানি সমস্যা। রিফ্লেক্ট সার্কেলে আলোচনার পর পানি সমস্যা সমাধানের দাবিতে আমরা কমিশনারের কাছে গিয়েছি। নির্বাচনে ভোট দানের শর্ত হিসেবেও আমরা পানি সমস্যার সমাধানকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ফলে, আমরা নলকূপ পেয়েছি; কিন্তু হলেও সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে'।

মিলন বেগম পানি নিয়ে বিভিন্ন জীবন্ত সমস্যা তুলে ধরার পাশাপাশি রিফ্লেক্টের মাধ্যমে একতাবদ্ধ

*পৃষ্ঠা ৬-এ দেখুন*

# পটিয়ায় সম্প্রসারিত হলো সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম নগর ছেড়ে এবার গ্রামেও বিস্তৃত হলো। পটিয়ার কোলাগাঁও ইউনিয়নের দাসপাড়া ও কড়ুয়া পাড়ায় গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীদের বিপুল আগ্রহ ঘাসফুলের এই কার্যক্রমকে আশাবাদী করে তুলেছে।

*কোলাগাঁও-এর দাসপাড়ার ঋণ গ্রহণকারীদের একজন*

প্রসঙ্গত, ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে পটিয়ার কোলাগাঁও ইউনিয়নে ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তা ১০টি ইএসপি (শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি) ভুল পরিচালনা করে আসছে। এই প্রথম সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমও পটিয়াতে সম্প্রসারিত হলো। উল্লেখ্য, পটিয়ার কোলাগাঁও এলাকায় ঘাসফুলের একটি এরিয়া অফিস রয়েছে।

এই কোলাগাঁও ইউনিয়নের দাসপাড়া এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে গত জুলাই মাসে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়। সমীক্ষায় দেখা যায়, দাসপাড়া এলাকায় বেশিরভাগ লোক জলদাস ও মাছ ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী এসব মানুষ মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করছে।

*পৃষ্ঠা ৭-এ দেখুন*

## অন্য পাতায়


| | |
|---|---|
| সম্পাদকীয় / নিবন্ধ | ৩ |
| কেস স্টাডি | ৪ |
| নারী দিগন্ত | ৫ |
| সংগঠন সংবাদ | ৭ |
| সংবাদ | ২, ৪, ৫ ও ৬ |


## মাইক্রো ক্রেডিট সামিট + ৫ এ যোগ দিতে নিউইয়র্কে নির্বাহী পরিচালক

মাইক্রো ক্রেডিট সামিট + ৫ এ যোগ দিতে ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। গত ১০ নভেম্বর রোববার সকাল থেকে নিউ ইয়র্কে এই সম্মেলন শুরু হয়।

মাইক্রো ক্রেডিট সামিট ক্যাম্পেইন-এর আয়োজনে ১০-১৩ নভেম্বর চার দিনব্যাপী এই সম্মেলনে তিনি দেশের এনজিও সেক্টরের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সাল থেকে ঘাসফুল মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে কাজ শুরু করে এবং বর্তমানে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের ক্ষমতায়নে সারা দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। ২০০১ সালের জুনের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে মাইক্রো ক্রেডিটে ঘাসফুল-এর অবস্থান ছিলো ৪৬-তম। বর্তমানে ঘাসফুল-এর মাইক্রো ক্রেডিট বিভাগের উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ হাজারের বেশী।

## ঘাসফুল-এর এসটিডি/এইডস বিষয়ে ইমাম ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা

# ঘাতক এইডস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইমামদের ভূমিকা অগ্রণী

মরণব্যাধি এইডস থেকে আমাদের নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে যৌন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও যথাযথ শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আর এই বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন মসজিদের ইমামগণ। গত ৬ অক্টোবর রোববার সংস্থার মিলনায়তনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আয়োজিত এসটিডি/এইডস বিষয়ে ইমাম ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন।

*এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে সমবেত ইমামদের একাংশ*

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন চট্টগ্রাম ইসলামী ফাউন্ডেশনের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মহিউদ্দিন নুরুল আবসার এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন ঘাসফুল লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন। মুক্ত আলোচনায় অংশ নেন ইমাম ও খতিবদের মধ্যে মো. ইব্রাহিম, মো. আব্দুল মালেক, মো. নঈমুল ইসলাম, আলহাজ্ব মো. আফফান ভূঁইয়া, মো. গোলাম সামদানি প্রমুখ। এতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল প্রতি মাসে এ ধরনের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

বক্তারা বলেন, এইডস এখন আমাদের সামনে এক মরণব্যাধি হিসেবে সমুপস্থিত। এই ঘাতকব্যাধির কোনো চিকিৎসা নেই বলে এই বিষয়ে সচেতনতা ও সাবধানতার কোনো বিকল্প নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের দেশ বলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে এই সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন মসজিদের ইমামগণ। ইমাম ও খতিবগণ এই বিষয়ে মুসল্লীদের সাবধান ও সচেতন করলে সমাজে এই ঘাতকব্যাধির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

মুক্ত আলোচনায় উপস্থিত ইমাম ও খতিবরা সমাজে ব্যভিচার ও এইডস সৃষ্টির কারখানা হিসেবে পতিতালয়কে চিহ্নিত করে তা উচ্ছেদ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে নগরীর মাদারবাড়ি ও আশেপাশের এলাকার ২৬ জন ইমাম অংশগ্রহণ করেন।

## মহসিন কলেজে এইডস ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন

চট্টগ্রাম সরকারী হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজের অধ্যক্ষ মো: জসীম উদ্দীন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীসহ উঠতি যুব সমাজের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই ঘাতক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দূর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

*বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ মো: জসীম উদ্দীন, পাশে ছাত্রীদের একাংশ*

হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজে গত ১৯ ডিসেম্বর ঘাসফুল আয়োজিত এসটিডি, এইচআইভি/ এইডস প্রতিরোধ ও সচেতনতা শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির বক্তব্য প্রদানকালে এ আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন একই কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সমরেন্দ্র কুমার দে, মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। এতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মুনাইম বিশেষ অতিথি এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান মো. হুমাউন কবির ভূঁইয়া কর্মসূচি সমন্বয়কারী হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, উঠতি যুব সমাজ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙিন হাতছানিতে বিপথগামী হতে বসেছে। তারা যদি সুস্থ জীবন-যাপন না করে এইডসের মতো ভয়াবহ মহামারী আমাদের পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলবে একদিন। তাই, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়ও এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, প্রয়োজন শুরুতে পরিস্কার ধারণা প্রদানের। আর কেবল তাহলেই আমরা বেঁচে থাকবো, আগামী প্রজন্ম বাঁচবে।

## গণকল্যাণ পরিষদে এইডস ওরিয়েন্টেশন

স্থানীয় এলাকাবাসীদের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল-এর উদ্যোগে পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ গণকল্যাণ পরিষদ কার্যালয়ে গত ৩০ ডিসেম্বর এক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গণকল্যাণ পরিষদের উপদেষ্টা এবং স্থানীয় মহল্লা কমিটির সভাপতি মো: আজিজুল হক বাদশার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন সভায় মুখ্য আলোচক ছিলেন সংগঠনের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। এতে বিভাগীয় প্রোগ্রাম অফিসার মো: খবীর উদ্দিন, সহকারী কর্মকর্তা নুরুন নাহার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেন।

ডা. সায়েমা আক্তার বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগানও আমাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছে। আমরা নিজেরা সচেতন হলে এবং অন্যকে সচেতন করে তুললে এ ঘাতক ব্যাধি এ সমাজে ছড়াতে পারে না। মো: আজিজুল হক বাদশা এইডসকে 'আজরাইলের' সাথে তুলনা করে বলেন, এই সংক্রমণ কারো দেহে ঘটলে তার মৃত্যু অবধারিত। তিনি উপস্থিত সদস্যদের মাধ্যমে পুরো এলাকায় সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে শতাধিক স্থানীয় অধিবাসী অংশগ্রহণ করেন।

## এইডস সচেতনতা তৈরীতে শুরু হলো পিয়ার গ্রুপ কার্যক্রম

এসটিডি/এইডস প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকা শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশন গত ১৪ অক্টোবর ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। পিয়ার গ্রুপ তৈরির লক্ষ্যে আয়োজিত দিনব্যাপী এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে স্থানীয় ক্লাব, সমিতির সদস্য এবং রিফ্লেক্ট সার্কেলের সহায়কসহ মোট ১০ জনকে এইডস বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের এসব সদস্য পরবর্তীতে নিজ নিজ এলাকায় গ্রুপ মিটিংয়ের আয়োজন করেন। অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে এ ধরনের সাতটি গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এসব গ্রুপ মিটিং-এ সর্বমোট ২১২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে যারা এইডসসহ বিভিন্ন যৌনবাহিত রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছেন।

# ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২


## কোরআনের বাণী

আর তাদের বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে নিশ্চয়ই ভুলে যাবো, যেমন তোমরাও তোমাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে এবং তোমাদের বাসস্থান অবশ্যই দোযখই, আর সেখানে তোমাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (আল-কোরআন, সুরা জাসিয়া ৪৫ ঃ ৩৪)

## সম্পাদকীয়

দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় এক কোটিতে দাঁড়িয়েছে বা মোট শিশুর এক-পঞ্চমাংশের কাছাকাছি। নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রমসহ ৯৪ শতাংশ শিশু শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং বাকি ছয় শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত রয়েছে। এদের মধ্যে ৪৭ ধরনের কাজ রয়েছে যা শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অপরিসীম দারিদ্র্যসহ ২৫ টি কারণে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ: বাড়ছে। এ কারণগুলোর মধ্যে আইনের যথাযথ প্রয়োগের অভাব, পারিবারিক বিচ্ছেদ, পিতার (উপার্জনক্ষম ব্যক্তির) মৃত্যু বা স্থায়ী অনুপস্থিতি, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, অনাকর্ষণীয় শিক্ষা ব্যবস্থা, শহরে বস্তি বিস্তার, পিতা-মাতার পেশা, শিশুশ্রমের নিম্ন মজুরি, জনসংখ্যার উর্ধগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট দুরবস্থা, অশিক্ষা, কুসংস্কার প্রভৃতি। এছাড়া, নিকৃষ্ট ধরনের শিশুশ্রম যেমন, যৌনকর্ম ও মাদকদ্রব্য পাচারে ব্যবহৃত হওয়াসহ ৩০০ ধরনের অর্থনৈতিক কাজে শ্রম দিচ্ছে এসব শিশু।

দেশের শিশু পরিস্থিতির এই চিত্র বেরিয়ে এসেছে সম্প্রতি আন্ত : মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে। সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এই বৈঠকে এসব তথ্য জেনেছেন এবং শিশুশ্রম আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে আমরা জেনেছি। প্রচলিত আইনে শিশুশ্রম বন্ধ করা সম্ভব নয় বলে শিশুশ্রম আইন সংশোধনের যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে তা আমাদের আশাবাদি করে তুলেছে। অন্য আরেকটি তথ্য আমাদের ভয়ানক রকম শঙ্কিত করেছে---কতিপয় অভিযোগে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেই আটক আছে ৪ শতাধিক শিশু। সারা দেশে কত জন শিশু কারারুদ্ধ আছে সে তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা আশঙ্কা করছি, এ সংখ্যাও খুব ছোট হবে না।

আমরা শিশুদের নিয়ে সারা বছর নানা অনুষ্ঠান আয়োজন ও দিবস উদ্‌যাপন করে যাচ্ছি; কিন্তু দেশের ৫ কোটি ১৫ লাখ শিশুর প্রায় ১ কোটিই আজ অন্ধকারের কানা গলিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই শিশুদের নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং সত্যিকারের কিছু করার সময় এসেছে। তাই আমরা চাই, প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ হোক ও যে আইন প্রণীত হতে যাচ্ছে তা সময়োপযোগী হোক, শিশুশ্রমিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পদক্ষেপ: যেমন- নিয়োগকর্তাকে শাস্তি প্রদান করা হোক, শিশু শ্রমিকের নিয়োগকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি; যেমন- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে গৃহভৃত্যদের বিরত রাখতে বেতার-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হোক, শিশু নির্যাতনকারীদের চিহ্নিতকরণ এবং সামাজিকভাবে বয়কট করা হোক, শিশুদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সরকারীভাবে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ; যেমন-সত্যিকারের অক্ষম শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক।

# প্রসঙ্গ: নির্বাচনে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার বন্ধ ঘোষণা

শাহাব উদ্দিন নীপু

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। গত ২২ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশনে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ ঘোষণা দেয়া হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নির্বাচন কমিশনাররা ছাড়াও কমিশনের ভারপ্রাপ্ত সচিব উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণায় প্রায় ১৫ মাস আগে ঘাসফুলসহ আরো দু'টি সংগঠনের উত্থাপিত দাবি পূর্ণ হলো। ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী 'নির্বাচনী প্রচারণায় শিশুদের ব্যবহার বন্ধ করা হোক'-এ দাবি জানিয়ে নগরীতে র‍্যালী করে এবং উপ-নির্বাচন কমিশনারকে স্মারকলিপি দেয়। সে সময় উপ-নির্বাচন কমিশনার স্মারকলিপি গ্রহণকালে শিশু-কিশোরদের এ দাবির প্রতি সংহতি জানিয়ে স্মারকলিপিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে আজ আমরা আনন্দিত, উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত।

আন্তর্জাতিক সংস্থা এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ-এর সাউথ-ইস্ট রিজিয়নের সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটি (সিইউডিএস) ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের তিন দিনব্যাপী যে বিতর্ক সহায়তা কর্মসূচি'র আয়োজন করে তারই সমাপনী দিবসে এই র‍্যালী ও স্মারকলিপি প্রদানের ঘটনা ঘটে। র‍্যালী শুরুর আগে ঘাসফুল-এর ৩০ সদস্যের তার্কিক দলকে শপথ বাক্য পাঠ করান সিইউডিএস-এর মডারেটর ড. মাহবুবুল হক। উজ্জীবিত শিশু-কিশোররা শপথ বাক্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। শুধু তাই নয়, উপ-নির্বাচন কমিশনারকে স্মারকলিপি প্রদানের পূর্বে ঘাসফুল-এর ক্ষুদে তার্কিক জুয়েল তা পড়েও শোনায়।

পুরো দেশ জুড়ে দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসা শিশুদের উপর বড়দের এ অমানবিক আচরণের প্রথম প্রতিবাদ উঠেছিল এই থেকেই। পহেলা নির্বাচনকে সামনে পদক্ষেপ আজ নির্বাচনের আগে আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ সাউথ বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী মনজুর অফিসার ও সাবেক সভাপতি পাপ্পু, বর্তমান অ া ল ত া ফ, র সহযোগিতা না ঘাসফুল থেকে এমন উঠতে পারতো।

*নগরীতে র‍্যালী শেষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সমাবেশের একাংশ*

চট্টগ্রামে, ঘাসফুল অক্টোবরের জাতীয় রেখে সেদিনের সে ইউনিয়ন পরিষদের ফলপ্রসূ হলো। এ্যাকশনএইড ইস্ট রিজিয়নের আঞ্চলিক রশীদ, প্রোগ্রাম সিইউডিএস-এর মোরশেদ ইমতিয়াজ সভাপতি শেখ মো: রহমানসহ অন্যদের পেলে ওই সময় একটি দাবি নাও আর এ দাবিকে উচ্চকিত করতে যার নামটা আলাদাভাবেই উচ্চারণ করতে হয় তিনি হলেন এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সাউথ ইস্ট রিজিয়নের প্রোগ্রাম অফিসার তৌহিদ ইবনে ফরিদ। কেবল দাবি উত্থাপন নয়, এ দাবি সংশ্লিষ্ট দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া এবং তার অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্নভাবে মনিটর করে গেছেন তিনি। তাই আজকের এই অর্জন কেবল ঘাসফুল-এর নয়, সিইউডিএস এবং এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ সাউথ ইস্ট রিজিয়নেরও।

নির্বাচন কমিশন যে ঘোষণা দিয়েছে তা আমাদের আশান্বিত করেছে। তবে, আমরা বেদনাহত চিত্তে গত জাতীয় নির্বাচনেও শিশু-কিশোরদের অপব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা এখন প্রতীক্ষায় আছি আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে শিশুদের অপব্যবহার বন্ধে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখতে। আমরা আশঙ্কা করছি, নির্বাচনে শিশু-কিশোরদের অপব্যবহার এবার হয়তো পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হবে না। তবে, আমরা সবাই সোচ্চার হলে তা সম্ভব, সম্ভব বিপথগামীতা থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা। এর জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা মুদ্রণ ও সম্প্রচার মাধ্যমে পুন: পুন: প্রচার করে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, বেসরকারী সংগঠনগুলো তৃণমূল পর্যায়ে এ বিষয়ে গণসচেতনতা তৈরী করতে পারে যা সরকারী প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করবে। তৃতীয়ত, এ ঘোষণা বাস্তবায়নে প্রার্থীদের অঙ্গীকার আদায় এবং তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ। সিদ্ধান্ত লঙ্ঘনকারী প্রার্থীকে ভোটদান থেকে বিরত থাকা। চতুর্থত, শিক্ষা কার্যক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। শিশু-কিশোররা বিপথগামী বা ব্যবহৃত হওয়ার আগে এ বিষয়ে ধারণা লাভ করবে এবং সতর্ক থাকবে। পঞ্চমত, যে বিষয়টি না বললেই নয়, তা হলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব সচেতনতা। পুলিশ এবং বর্তমানে সেনাবাহিনীও, দায়িত্বশীল এবং আন্তরিক না হলে এ ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের ফাইলপত্র আর পত্র-পত্রিকার লেখালেখিতে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

আমরা এখনই নির্বাচন কমিশনকে কোনো বাহবা দিতে চাই না। আমরা কমিশনের ঘোষণার বাস্তবায়ন দেখে কৃতজ্ঞ হতে চাই। আমরা আশা করবো, সমাজের অধিকার বঞ্চিত, দরিদ্র প্রান্তিক শিশু-কিশোরদের প্রতিনিধি হিসেবে ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা যে দাবি তুলেছে তা পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, লক্ষ্যে পৌঁছেছে। ওই প্রাপ্তি আমাদেরকে আরো নতুন নতুন দাবি তুলতে যুগে যুগে অনুপ্রাণিত করবে।

কেস স্টাডি

# এক হাতে রিক্সা চালায় শহীদুল

তাঈম-উল আলম

দুই হাতে রিক্সা চালাতে গিয়ে যেখানে প্রতিদিন নানা দুর্ঘটনা ঘটছে সেখানে একজন শহীদুল এক হাতে রিক্সা চালিয়ে শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে- ভাবতেই কেমন যেন বিসদৃশ লাগছে। এই ভাবনার লাগাম টেনে ধরে শহীদুল নিজেই। রিক্সা চালিয়ে একদিন চলে আসে ঘাসফুল অফিসে। তারপর শুরু হয় তার সাথে কথকতা, জীবনের অলি-গলির যত কাসুন্দি।

তার নাম শহীদুল ইসলাম। পিরোজপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম পূর্ব কদমতলায় তার জন্ম। সেটা ৩২ বছর আগে ১৯৭০ সালের কথা। তিন ভাই আর মা'কে নিয়ে তাদের সংসার। বাবা মারা গেছেন। স্থানীয় কানাকুনিয়ারী পিইআরসি ফাজিল মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন শহীদুল। দুরন্ত কৈশোরের একদিন সুপারী গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙে ফেলেন বাম হাত। অভাবের সংসারে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেয়ে ডাক্তারের পরামর্শে একদিন কেটে বিসর্জন দিতে হয় তার সেই হাতটি। এক সময় শিক্ষার আলোয় আলোকিত মানুষ হওয়ার স্বপ্ন দেখতো যে শহীদুল; একটি হাত হারিয়ে তিনি এলোমেলো হয়ে যান। কিন্তু জীবন তাকে ছাড়ে না। বয়স বাড়ে। বাড়ে দৈন্য। টানা পোড়নের বোঝাও। ভাগ্যের সন্ধানে শহীদুল পাড়ি জমায় চট্টগ্রামে একদিন। পশ্চিম মাদারবাড়ি এলাকার বাস্তুহারা কলোনীতে ঠাঁই

*এক হাতে রিক্সা চালাচ্ছেন শহীদুল, পাশে তার পরিবারের সদস্যরা*

নেন শহীদুল। কিন্তু চারদিকে হতাশা। তার একটি হাত নেই বলে কেউ তাকে কাজ দেয় না। সামান্য বিদ্যার জোরে বাস্তুহারা কলোনীতে আরবী পড়ানোর দায়িত্ব নেন তিনি সামান্য রোজগারের এই পথটিও একদিন বন্ধ হয়ে যায়।

অন্তহীন দু:খ-বেদনায় চলমান জীবন শহীদুলের। একদিন তার দু:খ-দুর্দশার কথা ছুঁয়ে যায় এক রিক্সা মালিকের মন। রিক্সা চালানোর প্রস্তাব শুনে রাজী হয়ে যান শহীদুল বিনে তর্কে। তারপর তার রিক্সাওয়ালার জীবন। আয়ের মুখ দেখা। বস্তিতে বাসা নেয়া। বিয়ে। সংসার। ছেলে-মেয়ের জন্ম। সুখের দেখা পাওয়া।

এ সুখের মাঝেও অতৃপ্তি আর না পাওয়ার তাড়না তাড়িয়ে বেড়াতো তাকে। নিজের একটি রিক্সা থাকার বাসনা তার অনেক দিনের। সে বাসনাও তার পূর্ণ হয়েছে। ঘাসফুল অফিসে এসে দৈনিক সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয় শহীদুল। নিয়মিত সঞ্চয়ের পর ঋণ পান তিনি। সে ঋণের টাকায় এখন তার নিজের একটি রিক্সা হয়েছে। সে রিক্সা আর তার পরিশ্রম দু'য়ে মিলে গড়ে তুলেছে ছোট্ট সুখের সংসার।

রিক্সা চালাতে গিয়ে সামান্য কিছু অসুবিধা হলেও মাঝে মাঝে আনমনা শহীদুলের মনেই হয় না- তার একটা হাত নেই। সুখের অনুরণন তখন শহীদুলের সারা দেহে দোল খেয়ে যায়।

# দুই সহোদর ও তাদের স্বপ্ন

জোবেদা বেগম কলি

পৃথিবীটা খুবই স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। বর্তমানে মানুষ মানুষের বিপদে সঙ্গ দেওয়ার বিপরীতে তাকে দেখে উপহাস করে। তাদের ধিক্কার দিচ্ছে, পৃথিবীর মানুষের এই নির্মম স্বার্থপরতার মধ্য দিয়ে আবদুল শামীম ও আবদুল আজিজ তাদের নিজেকে পৃথিবীতে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে। জন্মের পর শিশু আস্তে আস্তে বড় হয়, তাকে তার মা বাবা লালন করে। তাদেরকে খাওয়ায়, তাদের যত্ন নেয়, তাদেরকে বড় করে তোলে। কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীতে আমরা এ সবের ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করছি। পরিস্থিতির শিকার হয়ে শিশুরা তাদের পরিবারে সাহায্যের জন্য কাজ করছে। একই রকম মিল রয়েছে শামীম ও আজিজের প্রসংশিত কর্মজীবনে। যে সময়টা তাদের খেলা করার সেই সময়টাতে তারা পরিবারকে সাহায্য করার উদ্যোগ নিয়েছে। শামীম-আজিজ দুই সহোদর ঘাসফুলের এনএফপিই প্রোগ্রামের স্কুলে পড়ালেখা করছে। গত পাঁচ বছর ধরে তারা ঘাসফুল স্কুলে পড়ছে। বর্তমানে তারা ৫ম শ্রেণীতে পড়ে। আগ্রাবাদের পান্না পাড়ায় তাদের আবাসস্থল। বেপারীপাড়া ঘাসফুল স্কুলে তারা সকালে ক্লাস করে। তার পাশাপাশি সংসারের হাল ধরার স্বার্থে ইনকাম ট্যাক্স অফিসে ৫-৮ টা কাজ করে। সেখান হতে যে আয় হয় তা তারা দুই ভাই সংসারের টুকিটাকি কাজে খরচ করে। বাবা মোস্তফা কামালের ১০ সদস্যের অগোছালো পরিবারের সাহায্যে তার দুই সন্তান অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। মোস্তফা কামাল অতীতের সব দুঃখ কষ্টকে আঁকড়ে ধরে একা সংসারের হাল টানতে টানতে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার বাকোন নগর গ্রামের নিঃস্ব মোস্তফা কামাল স্বাধীনতার পর ৩০ টাকা ধার করে চট্টগ্রাম শহরে আসেন। এখানে আসার পর তাকে বাস্তবতার নানা পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। ছেলেমেয়েদের দু'বেলা খেতে দেয়া তার পক্ষে

> ঘাসফুল স্কুলের প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা পুরস্কৃত হয়েছে। তারা ভাল আঁকতেও জানে। বিভিন্ন অংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তাদের এমনিভাবে কতদিন চালাবে?

সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে সংসার বড় হয়ে গেল এবং তার অবস্থা আরও করুন হয়ে দাঁড়াল। লাকী প্লাজায় গার্ড এর চাকুরী নেয়ার পর তার অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হলেও বড় মেয়ের বিয়েতে প্রচুর টাকা খরচ হওয়ায় অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। তখনই তার ছোট দুই ছেলে তার বিপদে এগিয়ে আসে। শামীম-আজিজ ইনকাম ট্যাক্স অফিসে কাজ নেয় ২০০১ সালে। জীবনের যে সময়টাতে তাদের মা-বাবার যত্ন পাওয়ার দরকার ছিল সে সময়ে তারা পরিবারের সাহয্যে এগিয়ে আসে। তারা সংসারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজেদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রেখে সংসারে সাহায্য করে চলছে। অথচ ঘাসফুল স্কুলের প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা পুরস্কৃত হয়েছে। তারা ভাল আঁকতেও জানে। বিভিন্ন অংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তারা প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু ভাগ্য তাদের এমনিভাবে কতদিন চালাবে? তারা সব সময় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ঘাসফুলের কাছে। তাদের ভাষায়, ঘাসফুল তাদের পাশে থাকলে তারা অনেক দূর যেতে পারবে। যদিও তাদের ভবিষ্যৎ দিনে দিনে পিছিয়ে পড়ছে। তারা ভবিষ্যতে আরও পড়তে ইচ্ছুক। তারা ৫ম শ্রেণী পাশ করে আরও উচ্চ পর্যায়ে পড়তে চায়। তাদের এই চাওয়া তাদের উপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে তাদের আর্থিক অবস্থার উপর। ঘাসফুলে পড়ে এবং ঘাসফুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদের প্রতি আস্থাশীল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই তারা নিজেদের প্রকাশ ও উপস্থাপন করতে চায়। তাই আমাদের কামনা, তারা যেন জীবনে আরো অনেক অনেক সাফল্য অর্জন করে জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তারা তাদের সব রকম চাহিদা পূরণ করে প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসেবে সমাজকেও কিছু উপহার দিতে পারে।

নারী দিগন্ত

# বিন্দু থেকে সিন্ধু

সাইদুর রহমান সাঈদ

আছমা বেগম। বয়স আনুমানিক ৩৫। পাঁচ সন্তানের জননী। জন্ম কাঁচা রেলীতে। শিক্ষার আলো তার জীবনে আসেনি। যে বয়সে পুতুল খেলার কথা, সে বয়সে অভাব নামক দানব তাকে লাল বেনারসী পরিয়ে পাঠিয়েছে একই কলোনীতে অবস্থানরত আবদুর রহমানের ঘরনীর করে। আবদুর রহমান ছিলেন পেশায় রিকসা চালক। আছমা বেগম ১৯৯৯ সালে ৬ এপ্রিল ভর্তি হন ঘাসফুলের ২২৮ নং সমিতিতে। সপ্তাহে ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা দিতে থাকেন। ঘাসফুলকর্মীরা সপ্তাহিক মিটিংয়ে নারীদের সচেতনতার কথা বলতেন। আছমা বেগম ঘাসফুল সংস্থায় নেন। সেখান থেকেই ছোটো খাটো একটা ব্যবসা হিসেবে বেছে ঘাসফুল সংস্থা তার জানায় এবং ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি আছমা। নিজ দোকান শুরু করেন। আছমা বেগম প্রথমে কিন্তু তার ছিল কর্মঠ আমি লাভ করবই. পাশাপাশি পরটা বিক্রি ঠিক তাই। ধীরে ধীরে করলো। এরপর পেছন ফিরতে হয়নি।

*নিজের হাতে গড়া দোকানে চা বিক্রি করছেন আছমা। তার প্রতিদিনের সংসারের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই চা দোকান।*

এক দিনের প্রশিক্ষণ তার মধ্যে জন্ম নেয় ব্যবসা করার বাসনা। নেন চায়ের দোকান। এই উদ্যোগকে স্বাগত টাকা ঋণ দেয়। ঋণের ভ্যান গাড়ি ক্রয় করে এলাকাতে চায়ের লাভ করতে পারেন নি। প্রচেষ্টা ও প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধান্ত নিল চা-যের করবো এবং করলও লাভের মুখ দেখতে শুরু আছমা বেগমকে আর এখন দোকানে হরেক রকমের নাস্তা পাওয়া যায়। স্বামী আবদুর রহমান বিকালে ঘন্টা দুয়েক রিকসা চালায়। প্রতিদিন সকালে আছমা বেগমকে সাহায্য করেন। গড়ে প্রতি মাসে ৭,০০০-৮,০০০ টাকা বিক্রি হয়। তার আয় হয় ৩,০০০-৪,০০০ টাকা। এ আয় দিয়েই একটি নতুন রিকসা ক্রয় করেছেন তিনি যা থেকে মাসে আয় হয় ৭০০-৮০০ টাকা। এ পর্যন্ত আছমা বেগম ঘাসফুল সংস্থা থেকে তিন কিস্তিতে ২২,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। প্রথম অবস্থায় ১০ টাকা সঞ্চয় চালাতে কষ্ট হত। কিন্তু এখন তিনি প্রতি সপ্তাহে ৩০ টাকা সঞ্চয় জমা দেন। এ পর্যন্ত আছমা বেগম ঘাসফুল সমিতিতে সঞ্চয় জমা করেছেন ৬,১৬৩ টাকা। আছমা বেগমের ভাষ্য মতে, ঘাসফুল তাকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছে। 'এই ঘাসফুলের কর্মী আপার মাধ্যমে নাম লিখা শিখেছি। আগে হিসাব নিকাস বুঝতাম না, এখন মুখে মুখে করতে পারি। ব্যবসা করতে আমার কোন কষ্ট হয় না। আমি আমার দোকানটা অনেক বড় করতে চাই।'

# কর্মশালায় হতদরিদ্র কর্মসূচির নীতিমালা প্রণীত হলো

'হতদরিদ্র কর্মসূচির নীতিমালা' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২৫ ডিসেম্বর সংগঠনের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত, ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় হতদরিদ্রদের উপর ইতিপূর্বে একটি সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিলো। লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা খোলামেলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সাতটি নীতি নির্ধারণ করা হয়। নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো : ১) নির্ধারিত মানদন্ডে হতদরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত হলে পাঁচ টাকা ভর্তি ফরম ও পাঁচ টাকা পাস বই বাবদ জমা দিয়ে সদস্য ভর্তি করা হবে; ২) প্রতিটি সদস্য সপ্তাহে ন্যূনতম পাঁচ টাকা সঞ্চয় করবে, ৩) সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রচলিত ব্যাংক হারে প্রদান করা হবে, ৪) ১০ শতাংশ হারে ঋণ প্রদান করা হবে যার মেয়াদ হবে ৫০ সপ্তাহ বা ১ বছর, ৫) প্রত্যাহার ফি হবে দুই টাকা, ৬) সদস্য চাইলে ১ বছর পর ৮০ শতাংশ উত্তোলন করে নিতে পারবে; তবে ঋণ থাকলে এ সুবিধা পাবে না, ৭) নির্দিষ্ট আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের (আইজিএ) ভিত্তিতে ৫০০ টাকা থেকে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হবে।

*কর্মশালায় হতদরিদ্র কর্মসূচির নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে*

লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাঈম-উল আলম এই কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন বলেও কর্মশালায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

# সুন্দর আগামীর প্রত্যাশায় আমেনা

সুপ্রিয়া চৌধুরী

আমেনা বেগম তার নাম। জন্ম কুমিল্লার মুরাদ নগর থানায়। ছোট থাকতেই বাবা মারা যায়। ১৯৭১ সালে পিতৃহীন আমেনার বিয়ে হয় মুনু মিয়ার সাথে। তিন মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে সাত জনের সংসার চালানো দায় হয়ে দাঁড়ায় আমেনার। আমেনার স্বামীর বসতবাড়ী জমি জিরাত কিছুই নেই। দিন মজুরী করে যা পায় তা দিয়ে সাত জনের অন্নের সংস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমেনা ভাবতে থাকে কিভাবে চলবে বাকী দিনগুলো; কিন্তু কোন কূল-কিনারা পায় না। এক সময় ভাবে এ শহরে কেমন পাঁচটি ক্ষুধার্ত দিন কাটে। সেই স্বামীর পাড়ি চট্টগ্রাম অচেনা শহরে সন্ধানে অজানা ভাগ্যের এসে অনেক কষ্টে বাসা বাড়ীর কাজ খুঁজে নেয় আমেনা। পাশাপাশি হোটেলের মরিচ মসল্লা বাটনার কাজ শুরু করে সে। এদিকে, তার স্বামী মনু মিয়া ভাড়ায় রিক্সা চালানো শুরু করে। এভাবে দু:খে কষ্টে চলে যাচ্ছিল তার দিন। একদিন ঘটনা চক্রে পাশের বাসার দূর সম্পর্কের এক চাচীর কাছে জানতে পারে ঘাসফুল সমিতির কথা।

চাচীর সাহায্যেই ২০০১ সনের ১ মার্চ-এ ১৫২ নং সমিতিতে ভর্তি হয় আমেনা বেগম। ভর্তির ছয় মাস পর ঘাসফুল সমিতি থেকে প্রথম কিস্তিতে ৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আমেনা তার স্বামী মনু মিয়াকে একটা রিক্সা কিনে দেয়। পাশাপাশি চলতে থাকে আমেনার মুরগীর চামড়া বিক্রির ব্যবসায়। বড় দুই মেয়ে গার্মেন্টেসে কাজ শুরু করে। আমেনার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে শুরু করে। এর মধ্যে সঞ্চয়কৃত টাকা থেকে বড় ছেলেকে মাছের ব্যবসায়ের কাজে এবং ছোট ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়। আমেনা আবার ২য় দফায় ১০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ছেলের ব্যবসায় পুঁজি যোগায়। আমেনার চারিদিকে এখন শুধু সুখ। আমেনা স্বপ্ন দেখতে থাকে সুন্দর দিনের।

ছাড়লে ধূমপান, বাঁচবে লক্ষ-কোটি প্রাণ। ধূমপান-এর বদভ্যাস ত্যাগের জন্য আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট। ধূমপায়ীদের সামাজিকভাবে বয়কট করুন। প্রকাশ্যে ধূমপান বন্ধ করতে আইনের আরো কঠোরতা দরকার। একজন ধূমপায়ী বাবা কিংবা মা তার সন্তানের সবচেয়ে বড় শত্রু।

## প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর তিন মাসে নতুন ও পুরাতন মিলে মোট ৩ হাজার ১৬৫ জন নারী ও পুরুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৬৮৫ জনকে পিল, ১,১৬৭ জনকে কনডম সরবরাহ করা হয়েছে। এ সময়ে ইনজেকশন নিয়েছে ২৩৫ জন নারী, আইইউডি নিয়েছে ৫৯ জন এবং লাইগেশন করিয়েছে ১৯ জন নারী। এ তিন মাসে ১৪-৪৯ বছর বয়সী নারীদের টিটি ইনজেকশন দেয়া হয়েছে ৬৭৪ জনকে।

গত তিন মাসে বিভিন্ন বয়সী শিশুদের টিকা দানের হার ছিল তুলনামূলক কম। অক্টোবর মাসে ১৯৮ জন ও নভেম্বর মাসে ১৫৪ জন শিশুকে টিকা দেয়া হলেও ডিসেম্বর মাসে টিকা গ্রহণকারী শিশু ছিল মাত্র ৯৭ জন।

## ৩ মাসে ১,৮৯৩ রোগীর স্বাস্থ্য সেবা

গত প্রান্তিকে ২৬টি স্থায়ী কেন্দ্র এবং ৩২টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ ১ হাজার ৮৯৩ জন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে। এর মধ্যে স্থায়ী কেন্দ্রে রোগীর সংখ্যা ৮৯২ এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে ১ হাজার ১ জন। লক্ষ্যণীয় যে, স্থায়ী কেন্দ্রের তুলনায় স্যাটেলাইট কেন্দ্র রোগীদের দোর গোড়ায় হওয়ার কারণে তাতে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

## তিনটি টিবিএ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর-ডিসেম্বর, তিন মাসে তিনটি ধাত্রী (টিবিএ) কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত এই মাসিক কর্মশালায় এলাকার প্রশিক্ষিত ধাত্রীরা অংশ নিয়ে থাকেন।

২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত অক্টোবর মাসের কর্মশালায় ৫৪ জন, ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ওই মাসের কর্মশালায় ৫০ জন এবং ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত মাসিক কর্মশালায় ৪৯ জন টিবিএ অংশগ্রহণ করে।

## ৩ মাসে ৪১৫ শিশুর জন্ম

ঘাসফুলের কর্ম এলাকায় প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের (টিবিএ) সহায়তায় গত তিন মাসে (অক্টো-ডিসে) ৪১৫ জন সুস্থ নবজাতকের জন্ম হয়েছে। এদের মধ্যে অক্টোবর মাসে ১৫৭ জন, নভেম্বর মাসে ১৩৪ জন এবং ডিসেম্বর মাসে ১২৪ জন নব জাতক পৃথিবীর আলো দেখেছে।

## এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

রিফ্রেক্ট সার্কেলের কিশোরীদের নিয়ে গত ২৬ ডিসেম্বর ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় 'এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপ'। কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা, নারী ও শিশু পাচার, অপহরণ ও নির্যাতন, স্বাক্ষরতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়ে এতে আলোচনা করা হয়।

সকালে কর্মশালা উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেন, শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ, শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

দিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন বিষয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন আনজুমান বানু লিমা, আলো চক্রবর্তী, খালেদা খাতুন ও জোবেদা বেগম কণি। বিকেলে সাইফউদ্দিন আহমদ কর্মশালার সমাপ্তি টানেন।

## সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৯ ডিসেম্বর 'সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল ট্রেনিং হলে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণে ২২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন এবং এতে প্রশিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে সহায়কের ভূমিকা পালন করেন সহকারী কর্মকর্তা সাইদুর রহমান সাঈদ।

প্রশিক্ষণে সমিতি কি, এর গঠন, পরিচালনা, নিয়মনীতি, সমিতি গঠনের সুফল, নারী সচেতনতা, বাঁচার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়া, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড শনাক্ত করা ও তাতে সম্পৃক্ত হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তাদের জানাকে আরো সমৃদ্ধ করে।

পরিশেষে প্রশিক্ষক ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিদ্যমান সমিতিকে নতুন করে সাজাতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

## লিলি ও মিলন

১৪ পাতার পর

হওয়ার উপরও জোর দেন। সম্মানিত আলোচক ও উপস্থিত দর্শকদের হৃদয় ছুঁয়ে যায় কুমিল্লার আঞ্চলিক টানে মিলন বেগমের বক্তব্য।

লিলি বেগম ও মিলন বেগম তাদের সুখ-দু:খের কথা বলতে পেরে ভীষণ খুশি। সুধীজনের সাথে মঞ্চে বসে নিজের সমস্যা তুলে ধরার এই বিরল সুযোগ প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞও তারা।

প্রসঙ্গত, লিলি বেগম এবং মিলন বেগমই তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসেবে তিন দিনের এই সম্মিলনে বক্তব্য রাখেন। তাদের এই অর্জনে ঘাসফুলও সম্মানিত এবং গৌরবান্বিত হলো।

## ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে সেলাই প্রশিক্ষণে আরো তিনটি ব্যাচ

ঘাসফুল ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে (ওয়াইডিসি) গত নভেম্বর থেকে কিশোরীদের আরো তিনটি ব্যাচের সেলাই প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এর আগে সেন্টারের উদ্বোধনকালে দু'টো ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সকলেই কিশোরী রিফ্লেক্ট সার্কেলের সদস্য।

গত নভেম্বরে শুরু হওয়া তিনটি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীরা হচ্ছে মোগলটুলি বার কোয়ার্টার এলাকার পদ্মফুল সার্কেল, আবিদুর পাড়ার গোলাপ সার্কেল এবং পশ্চিম গোসাইল ডাঙ্গার বনফুল সার্কেল। এর আগে বেপারী পাড়ার রঙধনু সার্কেল এবং সুপারীপাড়ার অপরাজিতা সার্কেলের কিশোরীদের নিয়ে সেলাই প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়। পাঁচটি ব্যাচে এখন মোট ৫০ জন কিশোরী সেলাই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এতে কাটিং, সেলাই, হাতের কাজ প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষিত করছেন রাবেয়া সুলতানা।

## সমিতি নেতাদের সাথে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

সমিতি নেতাদের সাথে লাইভলীহুড বিভাগের কর্মকর্তাদের এক আলোচনা সভা গত ২৫ ডিসেম্বর ঘাসফুল ট্রেনিং হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগের সঞ্চয় ও ঋণ কর্মকর্তা লুৎফুল কবির শিমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিভাগীয় সহকারী কর্মকর্তা মো: তাজুল ইসলাম খান, টুটুল কুমার দাশ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় নেতৃত্ব বিকাশের উপায়, নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, চরিত্র, গুণাবলী, ঘাসফুল সমিতি নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমিতি পরিচালনায় সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপায় বের করা প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এতে ২৪ জন সমিতি নেতা অংশগ্রহণ করেন।

## শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে ঘাসফুলের 'আমাদের কথা'

বাল্যবিবাহ একটি কিশোরীকে নানা সমস্যা সঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। ঘাসফুল-এর কিশোর নাট্যদল পরিবেশিত 'আমাদের কথা' নাটক এ বার্তাই হল ভর্তি দর্শকদের সামনে তুলে ধরলো।

ঘাসফুল পরিবেশিত নাটক 'আমাদের কথা'র একটি দৃশ্য

গত ২০ ডিসেম্বর অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলন ২০০২-এর উদ্বোধনী দিনের সাংস্কৃতিক পর্বে এ নাটকটির মঞ্চায়ন হয়। ঘাসফুলের শিক্ষা বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্তীর নির্দেশনা ও পরিচালনায় এই নাটকটিতে দেখানো হয় যে, বাল্যবিবাহ এবং অসহায় পরিবারের মেয়েরা অল্প বয়সে চাকুরীতে যোগদানের কারণে তাদের পড়ালেখা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং শিক্ষার আলো থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। বিপরীতে কিশোরীদের পড়ালেখার সুযোগ দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের বার্তাও শুনিয়েছে নাটকটি।

নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের শফিক, শফিকুল, আবু তাহের, কাকলী ও রোজিনা; ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলের আসমা, জুয়েল ও জোসনা; ঘাসফুল কদমতলী স্কুলের বাবুল, রোজিনা, নার্গিস ও কোহিনুর এবং ঘাসফুল মতি ঝর্ণা স্কুলের আলমগীর ও টুম্পা।

# চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুলের শিক্ষার্থীদের সাফল্য

বিশ্ব বসতি দিবস ২০০২ উপলক্ষে জেলা শিশু একাডেমী আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল স্কুলের একজন শিক্ষার্থী তৃতীয় স্থানসহ তিনজন শিক্ষার্থী পুরস্কৃত হয়েছে। অন্যদিকে, লায়ন্স ও লিও ক্লাব অব চিটাগাং কসমোপলিটন আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল বেপারীপাড়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম চারটি স্থানই দখল করে নিয়েছে।

এ ছাড়া, বেসরকারী সংস্থা 'যোগাযোগ' আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়ও ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা চারটি স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী (বাম থেকে) আসমা, শামীম, রেহানা, শফিকুল, আবু তাহের ও রাম দাশ

বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গত ৫ অক্টোবর শিশু একাডেমী আয়োজন করে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। 'একটি সুস্থ ও সুন্দর নগরী' এই বিষয়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ঘাসফুলের ২০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে শফিকুল ৩য় স্থান এবং আবু তাহের ও রাম দাশ সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করে।

এদিকে, অক্টোবরে লায়ন্স সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব অব চিটাগাং কসমোপলিটন এবং লিও ক্লাব অব চিটাগাং কসমোপলিটনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বেপারীপাড়া স্কুলের আঞ্জিজ, শামীম, আসমা ও শারমীন যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে।

'যোগাযোগ'-এর উদ্যোগে পূর্ব মাদারবাড়ি এলাকার মুকুল ক্লাবে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ঘাসফুল পথকলি ও সুইপার কলোনী স্কুলের ১০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে লক্ষণ দাশ, রওশন, রোজিনা ও আমীর পুরস্কার লাভ করে।

উল্লেখ্য, ঘাসফুল পরিচালিত বিভিন্ন স্কুলের এসব শিক্ষার্থীদের অঙ্কন বিষয়ে তেমন কোনো প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতা নেই। নিজস্ব প্রতিভা এবং স্কুল শিক্ষিকাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করে।

## আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস পালিত

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে গত ২৫ নভেম্বর আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেছে। দিবসটি পালন উপলক্ষে 'বিজিওনাল জেন্ডার ফোরাম চট্টগ্রাম' নগরীতে র‍্যালী, নাট্যানুষ্ঠান ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

চট্টগ্রাম এম এ আজিজ স্টেডিয়াম সংলগ্ন জিমনেসিয়াম চত্বরে নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি পালন শুরু হয়। এরপর সমবেত নারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা র‍্যালী করে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে মিলিত হয়। প্রেস ক্লাবের সামনে সমবেতরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। এ সময় নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিতে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ও প্লাকার্ড বহন করে।

## পটিয়ায় ঋণ কার্যক্রম

১ম পাতার পর

সমীক্ষার ভিত্তিতে দাস পাড়া এলাকার ১৫ জন সদস্য নিয়ে একটি পুরুষ দল গঠন করা হয় এবং গত মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে তারা সঞ্চয় শুরু করে। ৯ অক্টোবর মাছ ব্যবসায়ের জন্য ৮ জনকে প্রথম দফায় এবং দ্বিতীয় দফায় বাকী সাত জনকে ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে দলের সদস্য সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০ জনে উন্নীত হয়েছে এবং ডিসেম্বর নাগাদ তাদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,১৯০ টাকায়।

দাস পাড়া এলাকার সবিন্দ্র জেলেদের এই খবর পার্শ্ববর্তী বড়ুয়া পাড়ায় পৌঁছলে সেখানকার নারীরা সংগঠিত হয় এবং একটি দল গঠন করেছে। বর্তমানে তারা সপ্তাহে ১০ টাকা হারে নিয়মিত সঞ্চয় করে যাচ্ছে। এসব নারী কাঁথা সেলাই, হাঁস-মুরগী পালন, মৌসুমী ফল এবং মাটির তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবসা করে।

সমাজের অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক এসব নারী ও পুরুষ ঘাসফুল-এর সহায়তা পেয়ে নতুন করে বাঁচতে শিখছে।

## অধিকার ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন

'অধিকার ও উন্নয়ন' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গত ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ঘাসফুল মিলনায়তনে সম্পন্ন হয়েছে। ৯টি রিফ্লেক্ট সার্কেল এবং ২টি লোককেন্দ্রের মোট ৫৫ জন অংশগ্রহণকারী এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

২৮ ডিসেম্বর সকালে দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ। প্রথম দিন প্রশিক্ষণে যে সব বিষয় প্রাধান্য পায় সেগুলো হলো : মৌলিক অধিকারের ধারণা, অধিকার লঙ্ঘন ও আদায়ের কৌশল, মানসম্মত চিকিৎসা ও এইডস প্রতিরোধ, নারীর প্রতি সহিংসতা ও তার প্রতিকার প্রভৃতি।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে নেতৃত্ব বিকাশ ও দল গঠন, দল ব্যবস্থাপনা, সমস্যা সমাধান ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, মান সম্পন্ন শিক্ষা, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন এবং এর লঙ্ঘন ও প্রতিষ্ঠার কৌশল প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

দুই দিনের এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সেশন পরিচালনায় সহায়তা করেন সাইফউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ লুৎফুল কবির শিমুল, আজুমান বানু লিমা ও খালেদা খাতুন।

# ঘাসফুল ওমেন এফোর্ট-এর উদ্বোধন

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ১৪ নভেম্বর বৃহস্পতিবার নগরীর লালদীঘির মাঠের বিপরীতে অবস্থিত জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটে ঘাসফুল ওমেন এফোর্ট নামে এক বিপণী কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

ঘাসফুল ওমেন এফোর্ট-এর উদ্বোধন করছেন ডা. মঈনুল ইসলাম মাহমুদ

ঘাসফুল-এর অন্যতম সদস্য চিকিৎসক ডা. মাহমুদ প্রধান বিপণী কেন্দ্রের সময় অন্যান্যের নির্বাহী কমিটির শাহানা আনিস, মোজাম্মেলসহ কর্মকর্তা-ছিলেন।

ঘাসফুল ওমেন অধিকার বঞ্চিত নিয়ে ঘাসফুল কাজ

উপদেষ্টামন্ডলীর এবং বিশিষ্ট মঈনুল ইসলাম অতিথি হিসেবে এই উদ্বোধন করেন। এ মধ্যে ঘাসফুল-এর সভানেত্রী মিসেস সদস্য শাহানা প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত

এফোর্ট-এ সমাজের নারী-কিশোরী যাদের করছে, তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী স্থান পাচ্ছে। পণ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের তৈরী পোষাক, শো-পিচ প্রভৃতি। পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে বিভিন্ন রকমারী পণ্যে সাজানো হয় দোকান।

বর্ষ ১
সংখ্যা ৪
অক্টোবর- ডিসেম্বর ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

# ঘাসফুল বার্তা

## বিশ্ব এইডস দিবসে ঘাসফুল-এর আলোচনা সভায় বক্তারা

# এইডস-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে তৃণমূল পর্যায়েও সচেতনতা সৃষ্টি দরকার

বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল-এর আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, ঘাতক এইডসের ভয়াবহতা যে ভাবে দিন দিন পৃথিবী গ্রাস করছে তা থেকে বাঁচার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। সংগঠনের মিলনায়তনে গত ১ ডিসেম্বর রোববার এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক উম্মে হাছিনা আক্তার। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডবলমুরিং থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সেলিনা আক্তার এবং অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তার। অন্যান্যের মধ্যে সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমান, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন, শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ এবং প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন।

বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক উম্মে হাছিনা আক্তার।

বক্তারা বলেন, বিশ্বের কোথাও কোথাও এখন মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে এইডস। আমরাও এই ভয়ানক মরণব্যাধির ছোবল থেকে মুক্ত নই। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের কল্যাণে এবং চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে আগত বিদেশীদের মাধ্যমে এ রোগ এখন আমাদেরও ভাবনার বিষয়ে পরিনত হয়েছে।

'এইডস থেকে নিজে বাঁচুন এবং অন্যকে বাঁচান'-এই শ্লোগান নিয়ে এবার পালিত হলো এইডস দিবস। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারাও এইডস বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা অন্যের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উপর জোর দেন। বক্তরা বলেন, সচেতনতার পাশাপাশি আমাদেরকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে এবং যৌন বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রসঙ্গত, ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রমের একটি হচ্ছে এইডস বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল প্রতি মাসেই এক বা একাধিক এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

**উপদেষ্টামন্ডলী**
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

**সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি**
আফতাবুর রহমান জাফরী

**সম্পাদক**
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

**নির্বাহী সম্পাদক**
শাহাব উদ্দিন নীপু

**সম্পাদকীয় পরিষদ**
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াৎ হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফউদ্দিন আহমদ

**সহযোগিতায়**
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা লুসি

# হল মাতালো ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র তার্কিক জুয়েল

ছোট্ট ছেলেটি যখন ফ্লোর পেল হল ভর্তি দর্শকরা তুমুল করতালিতে তাকে অভিবাদন জানালো। সাবলীল ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখতে শুরু করলো বিতর্ক প্রতিযোগিতার সরকারীদলের উপনেতা আর ঘাসফুল স্কুলের ছাত্র জুয়েল।

ছোট্ট জুয়েল তার শরীরের জন্য দর্শকদের যতটা আকৃষ্ট করেছে তার চেয়ে বেশি অবাক করেছে তার যৌক্তিক কথন, হিসেবী আক্রমণ, সাবলীল অঙ্গভঙ্গি আর বাচনভঙ্গি। জুয়েল ঘাসফুল স্কুলের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী। তার সাথে আরো দু'ঘাসফুল শিক্ষার্থী জোসনা ও ইউনুস বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে।

বক্তব্য রাখছে ঘাসফুল-এর তার্কিক জুয়েল

হতবাক করা এ চমৎকার মঞ্চায়নটি ঘটেছে শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে; অধিকার ও উন্নয়ন সম্মিলন '০২-এর মধ্য দিনে 'শিশু ও কিশোর-কিশোরী অধিকার' দিবসে আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায়। বিতর্কের বিষয় ছিলো 'সুস্থ ও নিরাপদ কৈশোর জীবনের জন্য চাই পৃথক একটি মন্ত্রণালয়'। কিশোর জুয়েল তার বক্তব্যে তুলে ধরে কিভাবে শিশু ও যুব মন্ত্রণালয়ের মাঝে পড়ে দেশের কিশোর-কিশোরীরা নানা সমস্যার মুখে পড়ছে। এসব সমস্যা নিরসনকল্পে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার দাবী তার কণ্ঠে আরো জোরালো হয়ে ফুটে উঠে।

জুয়েল ইতিমধ্যে পড়ালেখা, নাটক, কবিতা আবৃত্তি, নাচ, গান ও একক অভিনয়ে তার অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে। একটু সুযোগ পেলে জুয়েলরাও দীপ্তি ছড়াতে পারে-সুবিধা বঞ্চিত এই কিশোর আমাদের যেন সে বার্তাই শোনাচ্ছে।

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ডি এসোসিয়েশন, হোসেন মঞ্জিল, ডিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।